গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
তথ্য ব্যবস্থাপনা -২ শাখা

নং-৫২.০১০.০১১.০০.০০.০২৯.২০১৩-২৪৮ তারিখ ২৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সরকারি সেবা প্রদানে ফেসবুক এর ব্যবহার এবং সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সরকারি সেবা প্রদানে ফেসবুক এর ব্যবহার এবং সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা গত ১৭/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আড্ডার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

২৩/০৭/১৫

(মোঃ আবদুল খালেক)
সহকারী সচিব
ফোনঃ ৮১৮১০৯৫

বিতরণঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, BPDপ্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (সকল),পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। উপ-সচিব (সকল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮ সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব (সকল),পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সিনিয়র প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩। জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ হাওলাদার, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪। জনাবা সাঈদা বেগম, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৫। জনাব সাদেক হোসেন খোকা, সহকারী প্রোগ্রামার (সংযুক্ত), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
১৬। জনাব সামি কবির, সহকারী প্রোগ্রামার,বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৭। জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশিয়ালিষ্ট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮। জনাব আসিফ ইকবাল, হেড অফ বিটুবি, খাজা পেলেস, হাউজ নং ৭৬/বি, রোড: ১১, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
১৯। জনাব তরুন মজুমদার, ম্যানেজার (সেলস), স্যামসাম, ঢাকা।
২০। জনাব আহসানুল হক, wsp-WB, ঢাকা।
২১। জনাব আবুল কালাম বোরহান উদ্দিন, বসুন্ধারা, গ্রামীণ ফোন, ঢাকা।
২২। জনাব আকন্দ সাব্বির আহমেদ, গ্রামীণ ফোন, ঢাকা।
২৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল),পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
তথ্য ব্যবস্থাপনা -২ শাখা
www.sid.gov.bd

সরকারি সেবা প্রদানে ফেসবুক-এর ব্যবহার এবং সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার কার্যবিবরণী

সভার তারিখ ও সময়	:	১৭/০৬/২০১৫, বিকাল ৩.০০ টা।
সভাপতি	:	কানিজ ফাতেমা এনডিসি, সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
স্থান	:	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মলন কক্ষ (ব্লক-বি)।

উপস্থিতি কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযোজিত।

সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় আগত সকলকে পড়ন্ত বিকেলের শুভেচ্ছা জানিয়ে আড্ডা শুরু করেন। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন যে, যেহেতু এটি একটি আড্ডা তাই গতানুগতিক ধারা পরিহার করে আড্ডা হবে আড্ডার মত। সেখানে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে শিক্ষণীয় ও প্রাণবন্ত মজার কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যাবে। তিনি মূল পর্বের সূচনা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ সফিকুল ইসলামকে আহবান জানান।

০১। অতিরিক্ত সচিব সবাইকে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় স্বাগত জানিয়ে আড্ডার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন যে, এ ধরনের আড্ডা প্রথমে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে গত ২০১৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর শুরু হয়। সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেন এবং আড্ডার মূল বিষয় Open Street Map (OSM) বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, Open Street Map (OSM) হল মানচিত্রের মাধ্যমে তথ্য তৈরি এবং তথ্য বন্টন/শেয়ার করার জন্য এক সর্বাধুনিক মুক্ত প্লাটফর্ম, সেখানে বিভিন্ন সহজ পদ্ধতিতে যে কেউ তথ্য যোগ করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন অথবা তথ্য হালনাগাদ করতে পারেন। সারা বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন এখানে বিভিন্ন ধরনের তথ্য যোগ করছে। আমরা কাগজের উপর হাতে ম্যাপ এঁকে থাকি, তার স্থায়ীত্ব কম এবং শেয়ার বা হালনাগাদ করাটাও কিঞ্চিত জটিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই ম্যাপের ভৌগলিক অবস্থান বা পরিমাপ থাকে না। কিন্তু ওপেন স্ট্রীট ম্যাপে এই একই তথ্য আমরা কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে ব্যবহার করে ভৌগলিক অবস্থান বা পরিমাপ সহকারে দীর্ঘদিন রাখতে পারি । খুব সহজ প্রশিক্ষণেই যে কেউ ওপেন স্ট্রীট ম্যাপে পারদর্শী হতে পারে এবং সে তার নিজের এলাকা বা পরিচিত অঞ্চল প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করতে পারে। রাস্তা-ঘাট, জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল যে কোন বস্তুর ভৌগলিক অবস্থানগত ও কাঠামোগত তথ্য এই ম্যাপে যোগ করা সম্ভব এবং প্রয়োজনে যে কেউ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, যে কোনো সময়ে এই তথ্যে প্রবেশ বা ডাউনলোড করতে পারেন। সুতরাং সামাজিক উন্নয়ন ও দুর্যোগ মোকাবেলা বা আঞ্চলিক পরিকল্পনা, গবেষণাসহ যে কোন কাজে তথ্যের প্রতিনিয়ত সরবরাহ পেতে ওপেন স্ট্রীট ম্যাপ একটি উপযোগী মাধ্যম। www.openstreetmaps.org এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসে যে কেউ ইন্টারনেটের মাধ্যমে Open Street Map (OSM) ব্যবহার করতে পারে।

০২। তিনি আরো জানান যে, যদি আমরা OSM নিয়ে কাজ করি কিংবা গবেষণা করি তাহলে এর মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের শুমারি বা জরিপ করতে তথ্য দাতাদের বার বার বেশী তথ্য দেয়ার দরকার হবে না। একটি common frame এর আওতায় অনেকগুলো জরিপের একটি প্রশ্নমালা তৈরী করার কথা চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। যেখান থেকে যার যেটা দরকার সে সমস্ত তথ্য সহজেই নিতে পারে। এছাড়া তিনি তার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন রকম হাস্য-রসাত্মক গল্প জুড়ে দেন এবং আড্ডার বিকেলটিকে ব্যতিক্রমধর্মী, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলেন। অতঃপর তিনি OSM-এর উপর World Bank এর প্রতিনিধি জনাব আহসানুল হককে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আহবান জানান।

০৩। World Bank এর প্রতিনিধি OSM- এর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। অতি সম্প্রতি তিনি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার চন্দনপুর গ্রামের open Street Mapping এর কিভাবে তথ্যচিত্র ধারণ করা হয়েছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র সভায় তুলেন ধরেন। তিনি বলেন যে, OSM- থেকে আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন বাড়ির বিভিন্ন তথ্যাদি জানতে পারি, বাড়িটির ভৌগলিক অবস্থান ও কি দিয়ে তৈরি, কত তলা বিশিষ্ট এবং এর ছাদ কি দিয়ে তৈরি এ সমস্ত তথ্য অতি সহজে জানা যাবে। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় OSM website এ গ্রামটির চিত্র এবং সংগৃহীত তথ্যাদি প্রদর্শন করেন।

০৪। সভায় জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম জানান যে, BBS, OSM Team এর SAMSUNG এর যৌথ উদ্যোগে চন্দনপুর গ্রামের ৬৪টি পরিবারের বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি সংগ্রহে তাদের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরীর কাজ চলছে। এখানে OSM Team OSM Field paper এর সাহায্যে গ্রামটির তথ্যচিত্র তৈরী করেছে। SAMSUNG তাদের নিজস্ব উদ্যোগে BPD প্রকল্পের প্রশ্নমালার উপর একটি সফটওয়ার তৈরী করেছে। এ সফটওয়ারটির মাধ্যমে SAMSUNG টিম Online এ Tab দ্বারা উক্ত ৬৪ টি পরিবারের Real time এ তথ্য সংগ্রহ করে BBS এর Server এ প্রেরণ করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, Server এর Data গুলো OSM data এর সাথে কীভাবে Synchronies করা হবে? এ নিয়ে আমাদেরকে একযোগে আরো গবেষণাধর্মী কাজ করতে হবে। যদিও কোথাও এ ধরনের কাজ হয়েছে বলে আমাদের কোন তথ্য জানা নেই। তিনি আরো বলেন যে, OSM প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রামের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যে কোন সময় এসব তথ্যাদি পরিবর্তন/সংশোধন করা যাবে। এমনও হতে পারে যে, গ্রামের উৎসাহী কিছু ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে এ ধরণের Data baseটি সংরক্ষণ ও হালনাগাদের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এ ধরনের তথ্যাদি ব্যবহার করে নানা ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। বিশেষ করে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে OSM এবং SAMSUNG কর্তৃক প্রস্তুত Softwareটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

০৫। আড্ডায় উপস্থিত SAMSUNG- এর প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের Team এর মাধ্যমে প্রতিটি Household থেকে তথ্য নিয়ে কিভাবে এটি সরাসরি সার্ভারে আপলোড করা হবে তার উপর power point এর মাধ্যমে উপস্থাপনা করেন। Samsung তাদের নিজস্ব সম্পদ ও জনবলের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতার উদাহরণ হিসেবে এ কাজটি পরিচালনা করছে। এখানে এ সফটওয়ারটি ভালভাবে কাজ করলে অন্যত্রও ব্যবহার করা যাবে।

০৬। জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, স্পেশিয়ালিস্ট, এটুআই এবং সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার অন্যতম ব্যক্তিত্ব সভাকে জানান যে, এখানে যে আঙ্গিকে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা হচ্ছে তা অত্যন্ত আনন্দময়, সজীব ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগগুলোর সাথে তুলনা করলে এটি অবশ্যই এক নম্বরে থাকবে। সোস্যাল মিডিয়া আড্ডার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়েও তিনি আলোচনা করেন এবং বলেন যে, সংগত কারণে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। এ আড্ডার আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্কাউট রয়েছে। তারা এ ধরনের প্রশিক্ষণ পেলে তাদের মাধ্যমে OSM কার্যক্রম দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া যাবে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ এর সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে সেচ্ছাসেবী হিসেবেও OSM এর কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। তিনি এ ধরনের আড্ডা নিয়মিত করার জন্য সভাকে অনুরোধ জানান।

০৭। আড্ডায় উপস্থিত গ্রামীণ ফোন এর প্রতিনিধি জানান যে, Samsung কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সফটওয়ার এর মাধ্যমে Real time এ data সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ফোন থেকে সাশ্রয়ী ইন্টারনেট প্যাকেজ প্রদান করতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে GP এর বিভিন্ন প্যাকেজ সভায় তুলে ধরেন।

০৮। এরপর উম্মুক্ত আলোচনা পর্বে বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত প্রতিনিধিগণ আড্ডায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এক প্রশ্নের জবাবে Grameenphone প্রতিনিধি বলেন যে, তাদের internet সেবা সারা দেশেই বিদ্যমান। ফলে ইন্টারনেট কানেকটিভিটির কোন সমস্যা হবে না। অন্য প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, GPও Customer এর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সফটওয়ার/ Apps তৈরী করে দিতে পারে। এরপর অতিরিক্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ তাঁর বক্তব্যে সুপারিশ সম্বলিত নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেনঃ

১। Geo-Coding System শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রামের নামের বানান শুদ্ধকরণ ও GIS এর ব্যবহার বিষয়ে পরবর্তী সোস্যাল মিডিয়া আড্ডাটি অনুষ্ঠিত হবে;

২। পরবর্তী সোস্যাল মিডিয়া আড্ডায় চন্দনপুর গ্রামের OSM- এর উপর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হবে; এবং

৩। স্কাউট কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে নির্বাচিত স্কাউট সদস্যদের OSM প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

৪। প্রতি ২মাসে একবার সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা অনুষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আড্ডার সমাপ্তি লগ্নে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বলেন যে, আজকের আড্ডাটি সত্যিই মানোমুগ্ধকর, আনন্দময় ও শিক্ষণীয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণার সম্মিলন ঘটছে। আমাদের পরিসংখ্যান বিশ্বমানে পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি আড্ডার মাধ্যমে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপিত হলো তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধে জানান এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক বিষয় আড্ডায় সংযোজনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষ তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আড্ডার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
২২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ
কানিজ ফাতেমা, এনডিসি
সচিব